"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের আত্মারূপী জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়েছে, জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকা অর্থাৎ বৃহস্পতির দশা বসা, বৃহস্পতির দশা বসলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে প্রত্যেক বাড়ির বিশেষত্ব কি থাকবে, কলিযুগে প্রত্যেক বাড়ি কি হয়ে গেছে?

*উত্তরঃ - সত্যযুগে প্রত্যেক বাড়িতে খুশী থাকবে, সকলের আত্মারূপী জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকবে। কলিযুগে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে দুঃখ, চিন্তা আছে। প্রত্যেক ঘরে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। আত্মার জ্যোতি নিভু নিভু । বাবা এসেছেন নিজের জ্যোতি থেকে সকলের জ্যোতি প্রজ্বলিত করতে, যার ফলে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে দীপাবলী হবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মায়ের মহিমা শুনেছে। এমনিতেও বাস্তবে মহিমা তো এক এরই হয়। মাকেও জগদম্বা বানিয়েছেন কেউ, জন্ম দিয়েছেন তাঁকে নিশ্চয়ই কেউ। এইরকম মাকে কে জন্ম দিয়েছেন? বলবে - পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা দিয়েছেন। তাই মহিমাও এক জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই হয়। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে নিজের সম্বন্ধে এবং নিজের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের আর পতিতদেরকে পাবন বানানোর রহস্য বোঝাচ্ছেন। এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এই সময় পতিত রাজ্য চলছে, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয়। এবার দশহরা আসছে তাই না। এটা তো বোঝানো হয়েছে যে - এই সব হল অন্ধশ্রদ্ধার উৎসব। এমন তো কেউ নেই যে এক রাবণ ছিল, লঙ্কা ছিল। লঙ্কা শ্রীলঙ্কাকে বলা হয়। দেখানো হয়েছে যে সেখানে সাগরের উপরে বাঁদরেরা সেতু বানিয়েছে। বাস্তবে এইসব হল গল্প কথা। এমন তো হতে পারে না যে দশটা মাথা বিশিষ্ট কোনও রাবণ ছিল, লঙ্কাতে রাজ্য করতো। তাহলে তার কুশপুত্তলিকা কেবলমাত্র লঙ্কাতেই জ্বালানো উচিৎ। রাবণকে জ্বালানোর রেওয়াজ কেবলমাত্র ভারতেই আছে, আর অন্য কোনও জায়গায় রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালানো হয় না। সংবাদপত্রেও এখানকার জন্যই লেখা হয়। সবথেকে বেশী উৎসব মহীশুরের মহারাজা পালন করতেন। মনে হয় এই গল্প তার খুবই প্রিয় ছিল। এখন এর উপরে বোঝানো - বাচ্চারা এটা তোমাদেরই কাজ। কুশপুত্তলিকা তো শত্রুদের বানিয়ে জ্বালানো হয়। যেরকম আগে হিটলারের কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাতো। শত্রু তো অনেকের হয়। এখন রাবণ কার শত্রু ছিল? ভারতবাসীদের শত্রু ছিল। কিন্তু শত্রুকেও একবারই জ্বালানো হয়। এমন তো কোথাও করে না যে প্রত্যেক বছর শত্রুর কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালায়। শত্রুর কুশপুত্তলিকা তো বানায় কিন্তু প্রতিবছর পোড়ায় না। এই রাবণ কে ছিল, ভারতে যার বহু সময় ধরে ১০ মাথা বিশিষ্ট কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে? এই শত্রু কবে থেকে হয়েছে, যে মরেই না? অবশেষে সমাপ্ত হবে নাকি সর্বদাই থেকে যাবে? বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ভারত পবিত্র ছিল, পুনরায় ভারতকেই রাবণ অপবিত্র বানিয়ে দেয়। এখন হল রাবণ রাজ্য। যদি লঙ্কার রাজা থাকে তবে রাণীও থাকবে! তোমরা তো এই কথা মানবে না। রাবণ এখনও পর্যন্ত জীবিত আছে না নেই, কিছুই বোঝে না। জীবিত আছে তাই তো তার কুশপুত্তলিকা বানিয়ে পোড়াতে থাকে। একবার পোড়ানো হল, তারপর কি হল? প্রত্যেক বছর জ্বালাতে থাকে তাই বাচ্চারা তোমাদেরকে বুঝতে হবে। কমিটির মধ্যে যিনি প্রধান হন, যেরকম মহীশূরের মহারাজা ছিলেন, তিনি এসব খুব মানতেন। ফরেনারদেরকে (বিদেশীদেরকেও) দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ করতেন। তারা মনে করতেন, হয়ত এইরকম কখনও হয়েছিল। কিন্তু এইরকম তো কখনও হয় নি। নাটক বানিয়ে দেয়। রাবণেরও নাটক বানায়। তো এই রাবণের বিষয়ের উপরে বোঝাতে হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন তোমরা রাবণ রাজ্যে বসে আছো। পতিত দুনিয়াকেই রাবণ রাজ্য বলা হয়। এখন রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের রহস্য তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। রাবণ পাঁচ বিকারকে বলা হয়, এছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি নয়।

তোমরা বুঝে গেছো যে এখন ভারতে রাবণের রাজ্য চলছে। ভারতেই দশহরা, দীপাবলী ইত্যাদি পালিত হয়। তাই বোঝাতে হবে। যদি রাবণ এখনও জীবিত থাকে, তাহলে এটা রাবণ রাজ্যই তো হল তাই না। রাবণ সবাইকে পতিত বানায়। তোমরা জানো যে পাঁচ বিকার, যেগুলি এখন সর্বব্যাপী, এই পাঁচ বিকারকেই রাবণ বলা হয়। রাবণের চিত্র তো আগে দশহরার সময় বের হতো, এতে তিথি তারিখও দিতে হবে। এই সময় পতিতের বিনাশ আর পবিত্রতার স্থাপনা হয়। তোমরা পতিত থেকে পাবন হচ্ছ। পবিত্র হয়ে গেলে, তারপর রাবণ সম্প্রদায়ে আগুন লাগবে। রাবণ শেষ হয়ে যাবে, পুনরায় সত্যযুগে তার কুশপুত্তলিকা আর বানাতে হবে না। সবাই পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মার মধ্যে যখন সতোপ্রধানতার

শক্তি ছিল, তখন আত্মা রূপী জ্যোতি প্রজ্বলিত ছিল। পতিত হওয়ার কারণে সেই জ্যোতি নিভু নিভু হয়েছে। আত্মাই পতিত হয়েছে, হালকা হয়ে উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। পাঁচ বিকারের কারণেই আত্মা আয়রন এজেড় হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে। আত্মাকে পুনরায় প্রজ্বলিত করেন এক বাবা। এটা তো সবাই বলে যে জ্যোতি স্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা আসবেন। এখন জ্যোতি স্বরূপ তো আত্মাও, পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন জ্যোতি স্বরূপ। তোমাদের আত্মার জ্যোতি নিভু নিভু হয়েছে। এখন একদম টিম-টিম করে প্রজ্বলিত আছে। মানুষ মারা গেলে তো রাতদিন তার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। প্রদীপটিকে খুব সাবধানে রাখে। ঘৃত শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ঘৃত দেয়। আত্মার ক্ষেত্রেও একইরকম। বাবা এসে জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্যোতি প্রজ্বলিত করেন। প্রজ্বলিত জ্যোতি কতটা সময় ধরে প্রজ্বলিত থাকে? তারা তো রাতে জ্বালায় তারপর তাতে ঘৃত দিতে তাকে। তোমাদের জ্যোতি এখন প্রজ্বলিত হচ্ছে। হতে-হতে ঠিকই সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। জ্যোতি নিভু নিভু হতে পাঁচ হাজার বছর লেগে যায়, তারপর বাবা এসে পুনরায় ঘৃত প্রদান করেন। এখন তোমাদের জ্যোতি প্রজ্বলিত হচ্ছে, পুনরায় ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকবে। জ্যোতি নিভু নিভু হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের জ্যোতি প্রজ্বলিত হচ্ছে, পুনরায় সত্যযুগে প্রতি ঘরে ঘরেই আলোর প্রকাশ থাকবে। ভারতেরই কথা। এখন তো প্রতি ঘরে-ঘরে অন্ধকার। খুশী নেই। তোমরা জানো যে সত্যযুগ ত্রেতাতে আমরা অনেক খুশীতে ছিলাম আর খুশী উদযাপন করতাম। সকলের জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকে, তারপর ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। এইসময় তো একদমই নিভু নিভু হয়ে গেছে। খাদ পড়ে গেছে। বাবা এসে পুনরায় জ্ঞানের ঘৃত প্রদান করেন। যার দ্বারা তোমরা পুনরায় প্রজ্বলিত জ্যোতি হয়ে যাও। তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মুক্ত হয়।

তোমরা জানো যে এখন আমাদের সমগ্র শরীর শেষ হয়ে গেছে, রাহুর গ্রহণ লেগেছে। তোমাদের কালো হতে কতো সময় লাগে? শুরু থেকে একটু একটু করে মায়ার প্রবেশ হতে থাকে, তারপর অনেক কালো হয়ে যাও। এখন তোমাদের উপর রাহুর দশা চলছে। সবথেকে কড়া হল রাহুর দশা। এখন তোমাদের বৃহস্পতির দশা বসছে, কেননা এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য বৃক্ষপতি গুরুর দ্বারা পুরুষার্থ করছো। তিনি হলেন অবিনাশী গুরু। কার? অবিনাশী আত্মাদের। কোনও মানুষ, আত্মাদের গুরু হতে পারে না। তারা মানুষের গুরু হয়। এখন বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের গুরু হয়েছেন। বৃক্ষপতি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা আছে। স্বর্গের মালিক হব। সেখানে অবিনাশী সুখ থাকে, কিন্তু তার জন্য এখন পুরুষার্থ করতে হবে যে আমরাই সুখধামের মহারাজা-মহারাণী হব। পুরুষার্থ তো প্রত্যেকেরই নিজস্ব চলতে থাকে। এটা হল রুদ্র শিবের পাঠশালা। তিনি হলেন জ্ঞান সাগর। তোমরা তাঁর পাঠশালাতে পড়ছো। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। আমি হলাম অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী বাবা। এক হলো শারীরিক বাবা আর এক হলো আত্মিক বাবা। দু'জনের কন্ট্রাস্ট (পার্থক্যও) বোঝাতে হবে। আত্মিক বাবা কখন আসেন, যাঁকে ভক্তিমার্গে সকল আত্মারা স্মরণ করত। শারীরিক বাবা তো হলেন বিনাশী। আত্মা তো বিনাশী হয় না। তোমরা জানো যে, আমাদের লৌকিক বাবা প্রতি জন্মে পরিবর্তন হতে থাকে। বাবা ছাড়া বাচ্চার জন্ম হতে পারে না। বাচ্চারা তোমরা এখন সুবুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছ। তোমরা বুঝতে পারো যে কবে থেকে আমাদের দুটি বাবা থাকেন। সত্যযুগে তো একটাই লৌকিক বাবা হবেন, তাকেই স্মরণ করবো। আত্মাদেরকে সেই আত্মিক পিতাকে স্মরণ করার দরকারই পড়বে না। সত্যযুগে আত্মাদের তো একটাই লৌকিক বাবা থাকেন। সেখানে শরীরও গৌড় বর্ণের প্রাপ্ত হয়, প্রালব্ধ ভোগ করি এইজন্য সেখানে বাবাকে স্মরণ করতে হয়না। তো তোমাদেরকে এসব কথা অন্যদের বোঝাতে হবে। ভক্তিমার্গে এক হল বিনাশী লৌকিক বাবা, সে তো অন্য জন্মে আলাদা প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা তো হলে অবিনাশী, অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করছো। বলেও থাকে পরমপিতা পরমধামে থাকেন। লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলা হয় না। এই দুই বাবার রহস্য বোঝানো খুবই জরুরী। রাবণের রহস্যও বোঝাতে হবে। এখন হল রাবণ রাজ্য অর্থাৎ পতিত রাজ্য এইজন্য পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে। ইনি হলেন অবিনাশী বাবা। দুই বাবা, অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। আত্মাদেরও বাবা আছেন এইজন্য পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকে। প্রত্যেক জন্মে লৌকিক বাবা অন্য অন্য প্রাপ্ত হয়, তথাপি সেই আত্মিক পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করে। তিনি কখনও পরিবর্তন হননা। বাবাও বলেন যে অবশ্যই তোমরা আমাকে স্মরণ করে ছিলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। কতদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে, বাবা কবে এসে মিলিত হবেন? এটা এখন তোমরা জেনে গেছো। যখন ভক্তির অন্ত হয় তখন ভক্তির ফল প্রদান করতে বাবা আসেন। বাবা বুঝিয়েছেন - সকল ভক্তদের মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রদান করি। তোমরা জানো যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকবে, তাকে ওয়াননেস (একতা) বলা হবে। বলা হয় সব ধর্ম মিলিত হয়ে এক হয়ে যাও। কিন্তু সকল ধর্ম তো এক হতে পারবে না। যখন এক রাজ্য হয়ে যাবে তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকবে। ভারতে অবশ্যই রামরাজ্য ছিল। এখন এটা হলো রাবণরাজ্য, এই জন্য রাবণকে পোড়াতে থাকে। তাই দুই বাবার রহস্য বোঝালে ঝট করে বুঝে যাবে। অবিনাশী বাবা তো অবশ্যই আসেন, বাবা-ই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। নতুন দুনিয়াতে অবশ্যই

দেবী-দেবতারাই ছিল পুনরায় সেই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয়। নতুন দুনিয়াতে কত জন্ম নেয়, পুরানো দুনিয়াতে কত জন্ম নেয় - এটা তোমরা জানো। এমনও নয় যে ৮৪ জন্মের অর্ধেক হওয়া উচিৎ অর্থাৎ ৪২ জন্ম পুরানো দুনিয়াতে, ৪২ জন্ম নতুন দুনিয়াতে। না। ভারতবাসীদের আয়ু আগে ১০০ বছর, ১২৫ বছর ছিল, এখন তো ৪০-৫০ বছরও কোনওরকমে চলে। তাই অর্ধেক-অর্ধেক হতে পারে না। ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই তাই না। বাবা বলছেন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আগে তোমরা জানতে না, আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি, ৮৪ জন্মের রহস্য পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। তোমরা বাবার থেকে শুনে খুশী হও আর নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে থাকো।

এখন এটা বাচ্চাদেরকে প্রমাণ করে বলতে হবে যে আমরা এখন অসীম জগতের পারলৌকিক বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। সেই বাবা আসেনই তখন, যখন স্বর্গের স্থাপনা করেন। তাঁকে বলাই হয় হেভেনলি গড্ ফাদার। যখন নতুন ঘরের স্থাপনা হয়, তখন পুরানো ঘরকে ভেঙে ফেলা হয়। লেখাও আছে, প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ। স্থাপনার কার্য যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন বিনাশ হবে। স্থাপনা করেন পরমপিতা পরমাত্মা, এই ব্রহ্মার দ্বারা। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন সূক্ষবতনবাসীকে তো প্রজাপিতা বলা হবে না। সেখানে প্রজা থাকে না, তাই অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই থাকবেন। এই ব্রহ্মাই আবার অব্যক্ত সম্পূর্ণ হবেন। তিনি তো হলেন অব্যক্ত, অবশ্যই ব্যক্তও চাই, যাকে অব্যক্ত হতে হবে। দুজনকে এখনই দেখা যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেও আছেন, আবার সূক্ষ্মবতনেও আছেন। প্রজাপিতাকে তো এখানে চাই, অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানেরা এখানেই থাকবে। প্রদর্শনীতে দুই বাবার রহস্য বোঝাতে হবে। নিয়ম তো হল প্রত্যেককে আলাদা করে বোঝানো। এখন সেখানে কাউকে কিভাবে বোঝাবে? বোঝানোর জন্য তো একান্ত হওয়া দরকার। সেখানে তো অনেক হাঙ্গামা হয়। এখানে তো তোমাদেরকে এক-দেড় ঘন্টা লেগে যায় বোঝাতে। সেখানে তো এত ভীড়ে বোঝানো বড়ই মুশকিল হয়ে যায়। অনেক প্রকারের ধর্মাত্মা আছে, কেউ কিছু বলে, আবার কেউ কিছু। চুপ করে তো বসে থাকবে না। তোমরা শোনাবে এক লৌকিক শারীরিক বাবা আছে, আর একটি হল পারলৌকিক আত্মিক বাবা। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। নরকের বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারী যুদ্ধ হবে তাইনা। অবশ্যই এই রাজযোগও আছে, রাজত্ব লাভের জন্য গীতা পাঠশালাও আছে। ভগবানুবাচ - সকলেরই দুটি করে বাবা আছে। শ্রীকৃষ্ণকে সকল আত্মাদের বাবা বলা যাবে না। আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন যে মামেকম্ স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) নিজের মধ্যে জ্ঞানের ঘৃত দিয়ে সদা প্রজ্বলিত জ্যোতি হতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে রাহুর গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

২ ) আত্মিক আর দৈহিক দু'জন বাবা আছেন, এই পরিচয় প্রত্যেককে দিয়ে অসীম জগতের বর্সার অধিকারী বানাতে হবে।

*বরদানঃ-* প্রবৃত্তিতে থেকে এক বাবার সাথে কম্বাইন্ড হয়ে দেহের সম্বন্ধগুলি থেকে নিবৃত্ত ভব

প্রবৃত্তিতে যদি পবিত্র প্রবৃত্তির ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে দেহের সম্বন্ধগুলির থেকে নিবৃত্ত থাকো। আমি পুরুষ, এ স্ত্রী - এই বোধ স্বপ্নেও যেন না আসে। আত্মা হলো ভাই-ভাই, তাহলে স্ত্রী পুরুষ কোথা থেকে আসবে। যুগল তো হলে তুমি আর বাবা। এটা তো হলো নিমিত্ত মাত্র সেবা, বাকি সময় তুমি আর বাবা কম্বাইন্ড রূপে থাকবে। এইরকম মনে করলে তখন বলা হবে সাহসী বিজয়ী আত্মা।

*স্লোগানঃ-* সদা সন্তুষ্ট আর সদা খুশীতে থাকা আত্মাই হলো সৌভাগ্যবান, তীব্র পুরুষার্থী হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;